সুরেন্দ্র-সরলা।

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী

প্রণীত।

শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শিমুলিয়া।

শ্রীমতিলাল মণ্ডল কর্ত্তৃক গুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ;—কলিকাতা।

সন ১২৮৭।

উপহার।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ

কনিষ্ঠ সহোদর করকমলেষু

ভাই !

পবিত্র প্রণয় আজি বর্দ্ধিতে তোমার।
" উদাসীনী-মিলন " অর্পিনু তব করে॥
" সুরেন্দ্র-সরলা " মম যতনের ধন।
ভ্রাতৃস্নেহে ভগ্নী বলে রেখ হে স্মরণ ?

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
শ্রীমতী সরলাসুন্দরী।

অভিনয়োক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

সুরেন্দ্রনাথ	...	যুবক
পথিক	...	(ছদ্মবেশী মদন)

স্ত্রী।

সরলা	...	কোন রাজকুমারী
বনদেবী	...	(ছদ্মবেশী রতিদেবী)
সুলক্ষণা	...	স্বর্গীয় দিগঙ্গনাগণ
সুশোভনা	...	
লজ্জাবতী	...	
[illegible]কেশী	...	
প্রমোদকেশী	...	অপ্সরাদ্বয়
বনোদকেশী	...	
তাপসীগণ	...	
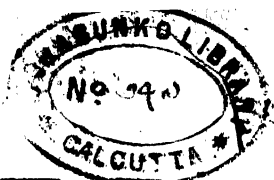
সুরেন্দ্র সরলা।

বা

উদাসিনী মিলন।

(প্রস্তাবনা)

(দৃশ্য মন্দাকিনী তীর)

(প্রমোদকেশী ও বিনোদকেশী দণ্ডায়মানা)

উভয়ের গীত।

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

হের শোভা স্বরগ উদ্যানে।
তবু কিলো সাজে, রতি পতি রতি বিনে॥
নন্দন কানন, বিনে মদন
শুখাইল লতাগণ, বিনা মনোজ মোহনে।
যে কারণে নবীনে উদাসিনী,
কাননে কাননে ফেরে বিমলিনী।
গাইব সবে মেলি আয় লো ধনি
সরলা সুখের মিলনে॥

পটক্ষেপণ।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—কিন্নর কানন।

উদাসিনীবেশে সরলার প্রবেশ।

সরলা। ওঃ—আর যে যন্ত্রণা সহ্য হয় না, একে নিদাঘ রৌদ্র তাতে বনের কণ্টকে পদ ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে, হায়! আমার মত অভাগিনী কে আছে! আমি যে সময় গঙ্গার বাণের প্রবাহে পড়ে ভেসে গিছলেম, তখনি ত মৃত্যু হবার কথা, তখন কে আমায় রক্ষা করলে, আজি সে কোথায়? স্থরেন্দ্র! তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করে পালালে, আমি কি অপরাধে তোমার চরণে অপরাধিনী, (রোদন) হায়! নাথ তোমার মনে এই ছিল, একান্ত যদি গেলে, তবে আমায় বলে গেলে না কেন, তুমি যেখানেই যাও, আমি তোমার উদ্দেশে উদাসিনী হলেম, তোমার জন্যে বনে বনে ফিরিব, তবুও যদি তোমার দেখা না পাই, ছার জীবন গঙ্গাজলে পরিত্যা কুরব, তবু তোমায় ছাড়ব না। (উপবেশন)।

গীত।

সরলা— ঝিঁঝিট কাওয়ালি।

সে বিনে রব কেমনে।
সঁপেছি জীবন যৌবন যতনে যে ধনে।
সব গঞ্জনা, লাঞ্ছনা তাঁর কারণে,
অসহ্য পীড়ন, যদিও সে জন, করে এ জনে,
তবু কাঁদিয়ে পড়িব লুটী তাঁর চরণে॥
মরণ নিশ্চয়, তথাপি প্রণয়, দেখাব সে জনে,
জানাব প্রণয় কি ধন এ ত্রিভুবনে॥
পতিভাবে হায়, সেবেছি যাহায়, নিশি দিনে,
হোলো বা সে জন, শঠের প্রধান, রব তাঁরি চরণে॥
পতির মালিন্য, নারি না ঘুচালে ঘুচায় কোন জনে ?
ত্যজিলে কি হয়, দিয়েছি প্রণয়, উদাসিনী হব ভুবনে॥

(মুখে বস্ত্র দিয়া রোদন)

(কলসী কক্ষে তাপসীগণের প্রবেশ)।

১ম তাপসী। ওলো সুরবালা! দেখ্ ভাই! কেমন একটী স্ত্রীলোক বসে রয়েছে, এমন স্থানে কেন এসে কাঁদছে ?

২য় তা। তাই তো দিদি, এমন রূপ তো কখন দেখিনে; আহা কিন্নর কানন আলো [illegible] জিজ্ঞাসা কোরবো ?

৩য় তা। ক্ষতি কি, এসনা তমালিনি! জিজ্ঞাসা করি?

৪র্থ তা। বল ভাই, আমাদের বুঝি একটী নবসঙ্গিনী জুট্‌লো?

গীত।

তাপসীগণ— টোরি—কাওয়ালী।

সুরেশ সেবিত ধন।
এ কিন্নর-কানন॥
এ হেন কাননে, রিপুর পীড়নে—
শোকে তাপে নাহি করে জ্বালাতন।
তবে কেন এ রমণী করে লো রোদন॥

সরলা। (সচকিতে দণ্ডায়মান) রমণীগণ! আপনারা যেই হোন আমি প্রণাম হই, (প্রণাম) আপনারা একটী নবীন যোগী যুবা পুরুষকে এই স্থান দিয়া যেতে দেখেছেন কি?

তাপসীগণ। হ্যাঁ দেখেছিলাম, এই বনমধ্যে একটী উদাসীন যুবা যাচ্ছেল বটে, আহা কি সুন্দর মূর্ত্তি, যেন পূর্ণিমার শশীর ন্যায় বদন, বরিষার ধারার মত নয়নে অশ্রু নিপতিত হচ্ছে, আর সরলা, সরলা, বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন

করতে করতে যাচ্ছিল। কেন তিনি তোমার কে? আমাদের বলতে হবে।

সরলা। কোথায় সেই নবীন যোগী, মা, আমায় সেইখানে লয়ে চলুন, কোথায় সেই সরলাজীবন, চলুন আপনাদের চরণে ধরি, মিনতি করি, (চরণ ধারণ করিয়া গীত) (সরোদনে)।

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

ধরি গো শ্রীচরণ।
লয়ে চল লয়ে চল যোগী সদন॥
চল মা গো ত্বরা করে, ধরি গো যুগল করে,
বিলম্ব করিলে পরে, পলাবে সেজন॥

১ম তাপসী। মা, ক্ষান্ত হও, সে যোগীবর এখন কোথায় আছেন তাঁর উদ্দেশ কি প্রকারে পাব? এই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কোথায় ভ্রমণ করছেন তা কি প্রকারে অবগত হব। এখন প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ এখন আমার পর্ণকুটীরে বিশ্রাম করবে চল, তারপর রৌদ্রের তাপ উপশম হলে, তোমায় আমায় কাননে অনুসন্ধান কোরবো।

২য় ঐ। এই কাননে একলা পরিভ্রমণ কি তোমার সাধ্য? কোমল শিরীষ পুষ্প তুল্য তোমার শরীর, ও দেহে কি এত কষ্ট সহ্য হয়, এখন এস আমাদের এই কাননের প্রান্তে কুটীরে বিশ্রাম করবে। (হস্তধারণ)

সর। কিসের শিরীষ পুষ্প? মাতঃ! সুরেন্দ্র সন্ধানে আমার কাকে ভয়? মরণের ভয় কি, "সমুদ্রে শয়ন শিশিরে ভয় কি" আমায় ছেড়ে দিন, আমি একলা সেই হৃদয়বল্লভের সন্ধানে যাব,—

৩য় তাপসী। অধীরার কাজ নয়, যদি তোমার অদৃষ্টে স্বামীলাভ থাকে তাহলে অবশ্য পাবে, তা উতলা হয়োনা, স্থির হও।

সর। (সরোদনে) না মা, আমি আর এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করব না, ঐ যে আমার সুরেনের পদশব্দ, সুরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, হৃদয়বল্লভ! আমি যাচ্ছি যাচ্ছি দাড়াও, (বেগে প্রস্থান)।

তাপসীগণ। তমালিনী! এমন আশ্চর্য্য ত কখন দেখিনে।

৪র্থ ঐ। সত্য ভাই, একি, স্ত্রীলোকের বীরত্ব,

ভরসা দেখে আশ্চর্য্য হলেম (উচ্চনেত্রে) প্রভো! সকলি তোমার ইচ্ছা, কিন্তু দেব! সরলার যেন সুরেন্দ্ররত্ন লাভ হয়, এই এ দাসীগণের ভিক্ষা
(গীত করিতে করিতে প্রস্থান।)

জংলা খাম্বাজ—খ্যামৃটা।

চল সখী বারি লয়ে, হেথা কিবা ফল আর।
রবির কিরণে দেহ, পুড়ে হল ছার খার॥
আমরা অবলা বালা, নাহি জানি কোন জ্বালা,
হে দেব তোমার খেলা, তুমি জান সারাৎসার॥

(সকলের প্রস্থান।)

(কিন্নর কাননের একপার্শ্বে সরলার রোদন)

(সম্মুখে চিতা প্রজ্জলিত)

সরলা— গীত।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে আজি অভাগিনী কপাল।
এই যে গো চিত্রপট অঙ্গুরী পড়ে ভূতল॥
কি হল কি হল মম, কোথায় সুরেন্দ্র ধন,
বিনে সে হৃদিরতন, শূন্য হেরি ভূমণ্ডল।

(পথিকবেশে মদনের প্রবেশ)

পথিক। একি একে দ্বিপ্রহর রাত্র, ঘোর তমসাবৃত অমানিশা সমস্ত ভূমণ্ডল নিস্তব্ধ, আমারি সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছে, এমন সময়ে রমণীর রোদনধ্বনী! এ বিজন কাননে রমণীকণ্ঠ! কি আশ্চর্য্য,কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি,ওঃ আমার আতঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হয়ে আসছে। বনদেবি! এ সময় আপনি বিহনে আর এ বিজনে কেহ নাই, অধমকে দেখা দিয়ে ভয় হতে নিষ্কৃতি কর, দেবী রক্ষা কর।

(লক্ষ্মীবেশে বনদেবীর প্রবেশ)

বন। পথিক! স্থির হও ভয় নাই।

পথি। দেবি! কানন মধ্যে এত অবিচার কেন। ওই যে রমণীর মৃদুমন্দ রোদনধ্বনি শোনা যাচ্ছে, যাহাতে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল বিদীর্ণ হয়, যাহাতে দুর্ভেদ্য গিরিশিখরও ভেদ হয়, আর আপনার পাষাণ হৃদয় কি অণুমাত্র বিদীর্ণ হয় না? আপনি কোন্ প্রাণে এই নিশাকালে সুখাশ্রমে বিরাম লাভ করছিলেন? দেবি! আপনি মঙ্গলা

স্বরূপা ধন অধিষ্ঠাত্রী, তবে আপনার কানন মধ্যে এত অকল্যাণ ?

পথিক—পাষাণি, পাষাণ হতে তুমি গো কঠিন।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুরা নারী দয়ামায়া হীন ॥
যদি গো থাকিত দয়া হৃদয়ে তোমার।
হোতোনা কি অণুমাত্র করুণা সঞ্চার ?
অবলা সরলা বালা জানেনা চাতুরী।
বলিহারী বিধি তোরে যাই বলিহারী ॥
অমৃতে গরল কভু দেখিনে নয়নে।
পুষ্পমালা কালসাপ শুনিনে শ্রবণে ॥
এতদিনে ধরামাঝে প্রত্যক্ষ হেরিনু।
অঘট ঘটন হয় নিশ্চয় জানিনু ॥

বন। (আনত মুখে) পথিক চল যাই, কোথায় কোন রামা এ নিশীথ সময় রোদন করছে, এস ?

পথি। দেবি ! একি অদ্ভুত কাণ্ড, ওই যে এক রমণী সম্মুখে চিতা প্রজ্জ্বলিত করে রোদন করছে দেখুন দেখি। আহা ! কার অর্দ্ধাঙ্গিনী আর কি দুঃখেই বা চিতানল জ্বেলে রোদন করছে, আপনার কি শরীরে দয়া মায়া নাই; দেবি ! কাননমধ্যে যে কি হয় আপনি কি অণু-

মাত্রও অনুসন্ধান করেন না। (উভয়ের সরলা নিকটে গমন)।

বন। এই নিশাকালে দ্বিপ্রহর সময়ে ঘোর তমসাবৃত বিটপির অন্তরালে তুমি কার কামিনী এ চিতানল প্রজ্জ্বলিত করে রোদন কচ্ছ বল, হায়! কোন অভাগার গৃহ শূন্যময় করিয়া এ নিবিড় জনশূন্য কাননে এসেছ? (সরলার কর ধারণ করত ঃ—

বনদেবী গীত।)

ভৈরবি—আড়াঠেকা।

কি সন্তাপে পুড়ে ওমা এ বিজন বনে এলে।
চিতানল জ্বেলে কেন বিদরিছ ধরাতলে॥
আরক্ত হয়েছে মুখ, ঝল্‌সি গিয়াছে বুক
পঙ্কজ নয়ন তারা দুটি কেন ভাসে জলে।

সর। (সরোদনে) জননি। আর আমায় কি বুঝাও, আমার মৃত্যু বিনা জগতে কোন সুখ নাই, আর আমায় বাধা দিও না, আজি জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করবো। আর আমার বেঁচে সুখ কি, এই দেখ আমার পতি চিতায় শয়ন করে আছেন, কি ধন লয়ে আর সংসারী হব,

কি সুখ আশায় আর প্রাণধারণ করবো, হায় সুরেন্দ্র কি হল।

সরলা— গীত।

ভৈরবী—মধ্যমান।

সরলারে করিলে দুঃখিনী।
কি পাপে দারুণ বিধি হরে অনাথিনী॥
যার প্রেমে সোহাগিনী, তার লাগি কাঙ্গালিনী,
শেষে হনু উদাসিনী শৈলেশ ভাবিনী?
এত ছিল মনে তব ওমা শিবাঙ্গিনী॥

(সরলার মূর্চ্ছিত হইয়া পতন, ও বনদেবী ক্রোড়ে ধারণ)

বন। (সরলাকে চুম্বন করতঃ) হায়! সুবর্ণ লতা বুঝি বা শুষ্ক হয়। সরোবর থেকে কিঞ্চিৎ বারি আনিয়া সরলার অঙ্গে সেচন কর। (পথিকের গমন, ও বারি আনয়ন) (সরলার মুখে সিঞ্চন)

সর। (চক্ষু উন্মীলন) ওঃ প্রাণ যায়, প্রাণেশ্বর হৃদিরত্ন! কোথায়।

বন। (চিবুক ধরিয়া) সরলে! আঁখি উন্মীলন

কর, চেয়ে দেখ, তোমার ভয় কি, এই যে আমি আছি মা ? বৎস্যে ! তোমার কি দুঃখে এ মর্ম্মান্তিক বেদনা বল, এর প্রতিকার আমি করবই, বল।

সর। জননি! "সুরধুনি তীরে আমার নিবাস, আমার পিতা ঐশ্বর্য্যবান্ ছিলেন, কিন্তু আত্মীয়গণ মিলিয়া পিতার সমস্ত ঐশ্বর্য্য হরণ করে, পরে পিতা আমায় লইয়া পর্ণ কুটীরে বাস করিতেন, জননী বাল্যাবস্থায় আমায় পরিত্যাগ করে গিয়াছিলেন, আমি পিতৃহস্তেই প্রতিপালিতা, এক দিবস আমি এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্যে সমস্ত দিন গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া, অবশেষে ক্লান্ত হয়ে গঙ্গার শৈকতোপরি উপবেশন করিলাম তখন আমার চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম, পিতা জ্বরবিকারে শয্যাশায়ী, পরে জাহ্নবীর মৃদু মন্দ বায়ুতে আমার নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে, সেইখানে অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিলাম, এমন সময় বা আসিয়া আমায় ভাসাইয়া লইয়া গেল, জননি! তখন যদি মৃত্যু হত, তাহলে অভাগিনীর এত যন্ত্রণা ভোগ হতনা, তখন আমায় সেই প্রবল

স্রোতে যে কাণ্ডারী হইয়াছিল,আজি সে কথায় (রোদন)।

বন। মা, তোমার দুঃখ দেখে আমারও ইচ্ছা হচ্ছে যে চিতানলে যাই, তার পর তুমি কি প্রকারে উদ্ধার হলে ?

সর। তারপর আমি যখন স্রোতে ভাসিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম তখন কে যেন আমায় লম্ফ দিয়া বক্ষে করে তীরে উত্তোলন করিল,তখন আমার চৈতন্য ছিল না, চৈতন্য প্রাপ্তে দেখি এক অপূর্ব্ব যুবা পুরুষ আমায় ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন, পরে আমি বলিলাম যে আমি পিতার কাছে যাব, আমায় রেখে আসুন, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন যে আমার স্কন্ধে ভর দিয়া এস, কোথায় তোমার পিতার বাটী, আমি লজ্জায় উত্তর দিতে পারি নাই, তখন সেই জীবন রক্ষক বলিলেন যে লজ্জা কি, তুমি চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করে আমার উপর ভর দিয়ে এস। আমি নির্ব্বিঘ্নে পিতার কুটীরে এলেম, এসে দেখি পিতার আসন্নকাল উপস্থিত, পিতার মুখে জল দিলাম, পিতা বলিলেন সরলে ! কোথায় ছিলে

মা, আমি সমস্ত বিবরণ বলিলাম, পিতা বলিলেন যিনি তোমায় রক্ষা করিয়াছেন, তিনি যেই হন আশার্ব্বাদ করি, এই বলিতে বলিতে পিতার প্রাণবায়ু শেষ হইল (রোদন) হায়! তখন আমি নিঃসহায়া হয়ে কতই চীৎকার করলেম, কে উত্তর দেবে? পরে সেই শশাঙ্ক মূর্ত্তি যুবা পুরুষ আসিয়া আমায় সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া আপনি বাহক হয়ে মৃত পিতাকে সৎকার করিতে লইয়া গেলেন। জনান! আসি বলে সেই যে আমার সুরেন্দ্র কোথায় গিয়াছেন আর দর্শন পাই নাই, হায় নাথ কি হল, সুরেন, সুরে— (মূর্চ্ছা)।

বন। পান্থবর! একি সর্ব্বনাশ পুরুষ কঠিন, কি নারী কঠিন! জল দাও, (অঞ্চল দ্বারা ব্যজন ও সরলার চেতন) তার পর সরলে কি হল মা? আর তোমায় বলতে হবে না, থাক থাক।

সর। জননি! হৃদয় জ্বলে যাচ্ছে আমার কোন কষ্ট হবে না বলতে, তারপর আমার স্মরণ হল যে পিতা মৃতুকালে বলে গেছেন যে সরলা "সুপ্রকাশ মহারাজার বাটী আমার মৃত্যু হলে

আশ্রয় লইও, তিনিও যদি আমার নাম শুনে আশ্রয় না দেন তাহলে গঙ্গাজলে জীবন পরিত্যাগ কোর। আমি তাঁর কথা মতে সেইখানে গেলেম, মহারাণী আমায় যথেষ্ট স্নেহ মমতা কত্তেন, পরে তিনি তাঁর কুমারের সহিত বিবাহ দেবার মানসে আমায় যথাবিধি সুসজ্জিতা করে দিলেন, সমস্ত গ্রাম জনরবে পরিপূর্ণ যে কুমারের সহিত সরলার বিবাহ, আমি মনের দুঃখে পুষ্পোদ্যানে রোদন কত্তে গেলেম, সেখানে গিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেখি যে নাথের হস্তের লেখা একটী অশ্বথ বৃক্ষে সংলগ্ন রহিয়াছে যে, "প্রিয়ে তোমার বিবাহ শুনে যথেষ্ট সুখী হলেম, তুমি রাজরাণী হয়ে সুখে থাক, কিন্তু সুরেন্দ্র জন্মের মত উদাসীন হয়ে চল্লো, আর দেখা হইল না এই দুঃখ, তোমার হস্তের চিহ্নিত অঙ্গুরী,ও তোমার নাম এই সঙ্গে লইয়া চলিলাম, যাবৎ বাঁচিব ইহারাই আমার সখা" হায়! জননি সেই পত্র পাঠ করিয়া আমার দেহে দ্বিগুণ বল হইল, আমি তৎক্ষণাৎ সকল বসন ভূষণ ত্যাগ করিয়া উদাসীনী বেশে কাননে কাননে ভ্রমণ-

করছি, সমস্ত কানন পরিভ্রমণ করে শেষে এই খানে এসে দেখি যে মনুষ্যের অস্থিরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ, আর আমার মূর্ত্তির অঙ্গুরী পড়িয়া আছে, তাই জন্যে চিতানল জ্বেলেছি এইবার সুরেন্দ্রের কাছে গিয়ে শান্তিলাভ করবো, আর সংসার সুখে কাজ কি, আজ সব ফুরাইল, ডাকিনী ধরা! পৃথিবী! আর সরলা তোমায় ভয় করবে না? বাজাও, কলঙ্কের ঢোল বাজাও, কলঙ্কের পতাকা উড়াও? আজ আমি সুরেন্দ্রের কাছে যাব।

সরলা— গীত।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কেন আর বনদেবী বাধা দাও আমারে।
ঐ দেখ প্রাণেশ্বর ডাকিছে করুণস্বরে॥
সাঙ্গ হল প্রেমখেলা, পরিব পবিত্র মালা,
চিতা কুসুম শয্যাতে, বরিব সুরেন্দ্র বরে।

বন। সরলে! আর দুঃখ করিও না, তোমার দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আর বোলনা, দেখ, মনুষ্যের অস্থি দেখে চিতানলে কেন যাবে,

অগ্রে সকল তীর্থ পর্য্যটন করবে চল যদি কোথাও সুরেন্দ্রকে পাওয়া যায়, একান্ত না পাও তখন প্রাণত্যাগ করিও।

বন। জননি শুভকার্য্যে কেন বাধা দিচ্ছেন? ঐ যে সুরেন আমায় ডাকছেন, ছেড়ে দিন, আর না, ওহ!—(মূর্চ্ছা)—

বন। সরলা বুঝি একান্তই সুরেনের সঙ্গে যায়! হায় তোমার কপালে এই ছিল, বিধি! কুসুম প্রতিমাকে ছিন্ন ভিন্ন করলি।

(অকস্মাৎ ঝড় বৃষ্টি আগমন)

পান্থ। দেবি! সংসার অসার, পৃথিবীতে মানবজন্ম কি পাপে হয়, ওঃ কেবল দুঃখের দহন মায়াজালে এ শরীর আবদ্ধ, মনুষ্যই মনুষ্যের শত্রু, ধিক্, এ জনমে, নরককুণ্ড পাপ সংসারে কি সাধে বাস করিতে যায়, মানব জন্ম কে দগ্ধ হবার নিমিত্তে চায়, ধিক্ তাহাকে, যাক্ উদরেই জ্বলে যাক্, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, ছিঁড়ে যাক্, দীপ্তিহীন হোক্, ভূমণ্ডল ছারখার হোক্, কার আশ্রমে সুখ? আপন আশ্রমে চলুন দেবা! ওহ!—

সুরেন্দ্র সরলা।

এ সংসার বৃথা মায়াজাল সম হায়!
কেন তবে পাপজাতি থাকিতে গো চায়॥
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ মানব জাতিরে।
নরকের কুণ্ড ধরা তবু স্পর্শে তারে॥
যাক্ যাক্ ভূমণ্ডল রসাতলে তল।
আপন আশ্রমে দেবী চল চল চল।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(দৃশ্য—হিমালয় পর্ব্বত)

(শিখরে সুরেন্দ্র উদাসীনবেশে যোড়করে দণ্ডায়মান)

সুরেন্দ্র— গীত।

আশয়াবি—ঝাঁপতাল।

দেও গো মা মন্দাকিনী পদছায়া।
থাকিতে চাহিনে আর এ পাপ ধরাতে,
বৃথা এ সংসার মায়া॥
কত জ্বালা পেয়ে আজি এ দাস তোমারে,
ডাকিছে, কাতরে গিরিজায়া॥

ওঃ—অসহ্য! হৃদয় উৎপাটিত হও, নয়ন অন্ধ হও, জীবন বহির্গত হও, আর অহ্য হয় না, দেব! অভাগার কি এখনও পাপের শাস্তি হয়নি? হায়! এই কি তোমার দয়াময় নাম, সুরেন্দ্রের কি অপরাধের সীমা নাই, জননি! মন্দাকিনী তুমি ক্রোড়ে লও মা, অধম সন্তানকে শান্তি দান কর, ওহ! আমিত এ জনমে কোন পাপ করিনে, কেবল একজনকে ভালবেসেছিলাম, তাই কি এত শাস্তি, তা দেবি! সে সরলাপ্রতিমাও তো বিসর্জ্জন দিয়ে এসে এখানে এসেছি, তবে কেন এত লাঞ্ছনা দরিদ্রহৃদয়ে ক্ষণেক শান্তিদান কর, আর কেন কষ্ট দাও, (রোদন)।

(বনদেবী ও সরলার হস্ত ধরিয়া পথিকের প্রবেশ)

সর। দেবি! এ কোথায় এলেম? এত ধরাধামের দৃশ্য নয়, আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে, মস্তক ঘুরছে, তথাপি এ স্থান পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে না, যদ্যপি মৃত্যু হয় উত্তম, ওহ! পথিকবর! আমায় ধরুন—(কিঞ্চিৎ গমন)

বন। সরলে! এই দেখ মন্দাকিনী, মর্ত্তে

অলকনন্দা, পাতালে ভোগবতী, পান্থবর! ধীরে ধীরে এস। (সরলার মূর্চ্ছা ও পতন)

পথি। বনদেবি! এ কি সর্ব্বনাশ, সরলা মূর্চ্ছা গেল যে, কি করা যায়?

বন। ভয় কি? একে মর্ম্মান্তিক বেদনা, তাতে পথশ্রমে ক্লান্ত তাই জন্যে মূর্চ্ছা হয়েছে, এখনি চৈতন্য লাভ হবে, ভয় নাই। এস আমরা মন্দাকিনীর বারি লয়ে আসি।

(উভয়ের উদাসীনের নিকটে গমন)

বন। কে তুমি,নবীন বয়সে হিমাদ্রিশিখরে যোগীবেশে কি বাসনায় এসেছ? কি জন্য এ ব্রতাবলম্বন করেছ?

উদা। (বহুক্ষণ পরে) দেবি! আমার দুঃখের কথা অন্তরেই থাক আপনারা উভয়ে কি জন্য অভাগার নিকটে ব্যক্ত করুন।

বন। বৎস! এই ভূধর শিখরে অনতিদূরে এক অনাথিনী রমণী মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে আছে, তাকে যদি তুমি একবার রক্ষা কর, তাহলে আমরা বারি অন্বেষণার্থে যাই!

উদা। যে আজ্ঞা দেবী! আমি এখনি

যাচ্ছি, আপনারা নিশ্চিন্তে গমন করুন, আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার তথাপি আমি তাঁহাকে রক্ষা করিব, (শিখর হইতে অবতরণ)।

(বনদেবী ও পথিকের প্রস্থান)।

উদা— হায়! সেই এক দিন, এবে এই এক দিন?
নিশ্বাস স্বপন সম এবে অনুমানি, ওঃ
বলিতে সে কথা, পাষাণি, পাষাণ হতে
বরিষে সলিল। বলিতে বিদরে হৃদয়
ও হ! সে কথা হইলে এবে অমৃতে গরল।

(২)

হায় কিবা সেই দিন, এবে কিবা হায়!
খেলিতাম যবে আমি সরলার কায়॥
ঘুড়ি আর লাটাই লয়ে দুজনে ছুটিয়ে।
"আয় দাদা খেলা ধুলা করিগে" হাসিয়ে
ডাকিত সরলা মোরে, আজি কোথা হায়!
অমৃতে গরল আজি সকল কথায়॥

(উদাসীনের সরলার নিকটে আগমন)।

উদা। (স্বগত) ওঃ কি অপূর্ব্ব রূপের ছটা, মৃত্যুকালেও যেন সুধাংশু কিরণ! আহা! বক্ষো-

পর বামহস্ত, দক্ষিণ হস্ত ভূমিতে ন্যস্ত, কেশপাশ ধূলায় লুণ্ঠিত, কি অপূর্ব্ব শোভা? যেন পতি নিন্দায় দক্ষবালা আবার প্রাণত্যাগ করেছেন, (উপবেশন ও সরলাকে অঙ্কে ধারণ) কে তুমি এ পর্ব্বত শিখরে, ভদ্রে? তুমি যে কেন হওনা, মানবী, কি রাক্ষসী, দেবী, কিম্বা স্বপ্নছবিই হও যেই হও, আশাতেই অভাগেকে ছলনা কর, অথবা হৃদয় দাবানল দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত কর, কিছুতেই আমি আশঙ্কা করব না যখন তুমি সরলা মূর্ত্তিতে উদয় হয়েছ? আমি সেই আদরে তোমায় ডাক্‌বো, সেই আদরে তোমায় হৃদয়ে ধারণ করবো, এতে সমস্ত পৃথিবী আমায় যাই বলুক, আমি একবার কাঁদিব, (উচ্চৈঃস্বরে রোদন) সরলে? তোমার অঙ্গ আজ সুরেন্দ্র নয়ন নীরে ভাসাব, সরলে—সরলে—প্রিয়ে, সুরেন্দ্র হৃদয়রত্ন! প্রাণাধিকে! হৃদয়ে এস, একি তোমার যোগ্যস্থান, ভুতলে পতিত কেন, এস, (হৃদয়ে ধারণ ও চুম্বন) দৈববাণী।

সুরেন্দ্র সোহাগে কাঁপে আজি ধরাতল।
কাঁপে স্বর্গ, কাঁপে মর্ত্ত, সমুদ্রের তল॥

সর। (চেতন প্রাপ্তে) জননী কোথায়? এ আমি কোথায় পড়ে আছি, এই কি মা জননীর মায়া? একাকিনী ফেলে চলে গেলে, ওহ! কে তুমি মনুষ্যমূর্ত্তি! তুমি কি আমার সুরেন্দ্র? সত্য বল, আমার দেহ কম্পিত হচ্ছে, আর দলিত হৃদয়ে আঘাত কোর না, আমার মাতা নাই, পিতা নাই, সর্ব্বস্বধন সুরেন্দ্র ছিল, সেও অভাগীর অদৃষ্টগুণে ত্যাগ করে গেছে, কে তুমি, যোগীবর! ছেড়ে দাও, আমি গোমুখীর জলে জীবন বিসর্জ্জন করিব, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

সরলা—(সরোদনে) গীত।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

যোগীবর আর, মম করে ধোর না?
কি সুখ লাগিয়ে আর বাঁচিব বল না।
হৃদয় সলিলে, সুরেন্দ্র কমলে,
তাও পোড়া বিধি আজি রাখিতে দিলে না।
অবলা সরলা কত সব জ্বালা;
প্রবাহিনী স্থান দিলে, ঘুচিবে যাতনা।

সুর। সরলা! চেয়ে দেখ আমি তোমারই সুরেন্দ্র, হৃদয়ের ধন হৃদয়ে এস! দিগঙ্গণাগণ!

দেখ আজ সুরেন্দ্র ভিখারী সরলা ধন পেয়েছে, জাহ্নবী ফিরে চাও, ক্ষণেক তরঙ্গ স্থির করে দেখ আজি সুরেন্দ্র সরলানিধি পেয়েছে, শৈলেশ্বর দেখ, আজ সুরেন্দ্র হারানধন পেয়েছে। আমি সত্যই তোমার সুরেন্দ্র, চেয়ে দেখ।

সর। সত্য কি আমার প্রাণেশ্বর সুরেন্দ্র! না স্বপ্ন দেখছি? স্বপ্নদেবি! আর ছলনা কোর না প্রাণেশ্বর বিরহে দেহ জ্বর জ্বর হয়েছে, আমি জন্ম দুখিনী, আর আমায় ছলনা করো না মা।

সুরে। প্রিয়তমে! আর বিলাপ কোর না, আর সহ্য হয় না, ওঠ আমি তোমারই দাস, ওঠ? (সরলার উপবেশন)।

সর। তুমি সত্যই যদি আমার সুরেন, তবে আমার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্গুরী কই? যে অঙ্গুরী আমি জাহ্নবীর তীরে দিয়ে ছিলাম? সে অঙ্গুরী কি আমার সুরেন ত্যাগ করতে পারে?

সুরে। সরলে! কত আর বলিব হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তোমার অঙ্গুরী কি সাধে ত্যাগ করিছি প্রিয়ে? যখন তোমায় পরিত্যাগ করে উদাসীন বেশে বনে বনে ভ্রমণ করি, তখন এক দস্যুতে

আমার অঙ্গুরী হরণ করে, কিন্তু তার প্রতিফল তখনি পেলে আমি স্থির নেত্রে দেখলাম, যে এক শার্দ্দুল তাকে ধরিয়া বনমধ্যে গমন কল্লে তার পর কি হল আমি দেখি নাই, আমি যোগে মগ্ন হলেম।

স্থরেন্দ্র— গীত।

(সরলার অধর ধরিয়া)।

চিতাগৌরি—আড়াঠেকা।

এস হে হৃদয়ের ধন।
মনেতে ছিল না প্রিয়ে হইবে মিলন॥
এস লো বিধুবদনি, মম হৃদয়ের মণি
ফুটিল গোলাপ কলি, কানন।
নবীনে উদাসিনী, হয়ে ছিলে ও ধনি,
মিলিল লো তাপস এখন॥

সরলা। স্থরেন্দ্র, হৃদয়বল্লভ! আমায় কি দোষে এত যন্ত্রণা দিলে নাথ! আমার যে কুমারের সঙ্গে বিবাহ হবার কথা হয়েছিল, তাতে কি আমার সম্মতি ছিল? তুমি না জেনে কেন মর্ম্মান্তিক বেদনা দিলে। কোন্ আমার পত্রের

উত্তরের প্রতীক্ষা করে ছিলে? একেবারে বিদায়, ওঃ মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—

সরলা। সুরেনের হস্ত ধরিয়া গীত।

ছায়ানট—যৎ।

কি দোষ দেখিয়ে নাথ, ভুলিয়ে ছিলে রে।
লইলে প্রেম পরীক্ষা, সরলার সনে রে॥
অকুল সলিলে ফেলে,
পলাইয়া গিয়ে ছিলে,
কাণ্ডারী বিহনে তরী, হাবু ডুবু খায় রে।
বিধির অন্তরে ছিল,
তাই সে মিলন হল,
ফুটিল গোলাপ ফুল, শিখর শ্মশানে রে॥
কি দোষ দেখিয়ে নাথ, ভুলিয়ে ছিলে রে।

সুরে। সরলে! আমি কি সাধে তোমায় পরিত্যাগ করে এসে ছিলেম, আমি মনে করলেম যে তুমি রাজরাণী হতেছ, তবে কি আর এ দরিদ্র সুরেন্দ্র তোমার যোগ্য হবে, তাই এসেছিলাম।

সর। সত্য বটে, সরলা চিরদিন রাজবালা ছিল কিনা, তাই সে আশায় তুমি জলাঞ্জলি দিয়ে উদাসীন হয়ে এলে, নাথ! পুরুষে ঐ রূপই হয়,

তোমার দোষ কি বল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে রুক্মিণীদেবীর আন্তরিক অনুরাগ ছিল, তাকি মিলন হল না ?

(বিনোদকেশী ও প্রমোদকেশীর প্রবেশ ও গীত)।

ভৈরবি—কাওয়ালি।

মিলেছে প্রাণ সজনী সরলা জীবন।
চল লো কহি সবে দেবেশ সদন॥
কিন্নর কাননে—
চল লো সুবদনে,
মন্দার কুসুম মালা গাঁথিগে দুজন।
উপহার দিব আজি কুসুম রতন॥

অপ্সরাদ্বয়ের নৃত্য গীত করিতে করিতে প্রস্থান।

পট ক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

পূর্ব্বদৃশ্য—হিমালয়—

(ভূতলে সুরেন্দ্র সরলা আসীনা, অদূরে শিখরে কুসুমবেশা রতি, শরাসন হস্তে মদন, দণ্ডায়মান।

রতি— গীত।

বাঁরয়া—ঠুংরি।

হায় যে ব্যথা দিয়েছ প্রাণে।
ভুলিব না প্রাণেশ্বর যাবত জীবনে॥
থাকুক অন্তরে ব্যথা, যাক্ মেনে সে কথা,
দেখ হে মনোমোহন, সরলা মিলনে।
কে সম্বরে তব শরে ত্রিলোক ভুবনে॥

নাথ! তোমার কি মনে নাই, মদন উৎসবের দিনে যখন নন্দন কাননে নৃত্য গীত হয়, তিলোত্তমা, উর্ব্বশী, রম্ভা, আমি, তুমি, শচীদেবী, দেবেশ সকলে সেখানে উপস্থিত ছিলাম, তার পরে দেবেন্দ্র আদেশ করলেন যে অনঙ্গ! এই যে শুষ্ক তরু, ইহাতে তুমি শরসন্ধান কর দেখি,

দেখি কেমন তোমার ফুলবাণ, তুমি যেমন শরা-সন নিক্ষেপ করলে, অমনি মাধবলতিকা যেন সিহরিয়া উঠিল তখনি নবীন পল্লবে, নবীন পুষ্পে, নবীন মাধুরী প্রাপ্ত হল, অমনি দেবেন্দ্র-নাথ ধন্য ধন্য করতে লাগলেন, শচিদেবী আনন্দিত হয়ে তোমায় পারিজাত উপহার দিলেন, তিলোত্তমা বিনয়ে আমার কাছে ভিক্ষা চাহিল, আমি তাকে বললেম। দেব, তুমি তো তা জান্‌তে নাথ, ক্ষণেক পরে যখন রম্ভা তোমার কাছে চাহিল তুমি তখনি দিলে। কেন প্রাণে-শ্বর! এই কি তোমার ভালবাসা, এই কি প্রেম, যে তুচ্ছ কথা রাখতে পারলে না, তিলোত্তমার সে নম্র রোদন মনে হলে, এখনও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাই প্রতিজ্ঞা করেছি যে পাতাল, পৃথিবী ভ্রমণ করে যেখানে সেই প্রসূন পাব, তবে স্বর্গে যাব।

রতি— গাত—

ঝিঝিট—খ্যামটা।

ত্রিলোকে করিব ভ্রমণ। (শুন প্রাণনাথ)।
মিলে কি না সে প্রসূন রতন।

সখীর কথা, হৃদয়ে গাঁথা,
দেখি পারি কি না, প্রাণ ধন॥

মদ। (রতিকে আলিঙ্গন করতঃ) প্রিয়ে! এই কথা, এরি জন্যে এত অভিমান? আমি তোমার জন্য পথিকবেশে, কোথায় না ভ্রমণ করেছি, কোথায় না অন্বেষণ করেছি, এই ক্ষুদ্র অপরাধে কি এত গুরুতর সাজা দিতে হয়? এখন অপরাধ ক্ষমা কর, দাসের অপরাধ ত পদে পদে আছেই, তা নিজ গুণে কৃপা করে সদয় হও, এই অপরাধে ধরণীধামে ভ্রমণ করছ? ছি ছি প্রিয়তমে! ও কথা মুখে এন না।

রতি। না প্রাণেশ্বর! আমি পারিজাত না পেলে কখন যাব না, আমি তিলোত্তমার কাছে কি বলে মুখ দেখাব, পোড়া কপাল?

মদ। প্রিয়তমে! এই যে শরাসন দেখ্‌ছ, এতে যদি তোমার কৃপায় কোন গুণ থাকে, তাহলে শত সহস্র পারিজাতে আমি তোমার ও তোমার প্রাণসখীর হৃদয় পরিতৃপ্ত করবো, তার জন্যে চিন্তা কি, এই কথা? তুমি অগ্রে আমায় বলনি কেন?

মদন—(হাস্য বদনে রতির চিবুক ধরিয়া)।

(১)

কেন লো মানিনি ! কর এত মান,
স্বরগ ভবনে চলো লো সতী।
তোমার বিহনে আঁধার সকল,
সাজে কিলো প্রিয়ে বিহনে রতি ?

(২)

কত কষ্ট পাই তোমার লাগিয়ে
শরীর মলিন তোমার তরে।
লঘু দোষে কেন ত্যজি ছিলে প্রিয়ে,
ভ্রমণ করিতে পৃথ্বী ভিতরে ?

(৩)

এত যদি সাধ ছিল মনে মনে,
মরত ভূতল হেরিতে ধনি।
কেন তবে নাহি বলনি ললনে !
কেন লো দহিলে নয়ন মনি ॥
তোমার বিহনে মদন সারা,
এই কি ধরম নয়ন তারা।

রতি। (মদনের গলে হস্ত দিয়া) চল তবে ? কিন্তু নাথ একটু বিলম্ব কর, আমি সরলা সুরেন্দ্রের বিবাহ দিয়ে যাই, ত্রিভুবনে এ যশ

চিরকাল এ কথা ঘোষিত থাকবে। তুমি পুরোহিত হও, সরলাকে উৎসর্গ কর, আমি প্রধান এয়ো হয়ে বরণডালা মাথায় করবো, আর প্রিয় সখাদের একবার ডাকি।

মদ। আচ্ছা প্রিয়ে! তোমার যা অভিরুচি আমারও তাই। মদনের এমন কি দ্রব্য আছে যা অনঙ্গবিলাসিনী রতিকে অদেয়। কিন্তু একবার চেয়ে দেখ, সরলা সুরেন্দ্র আনন্দ সাগরে ভাসছে আহা! যুগল মিলন কি সুখ, বহু দিন পরে যেমন তোমার সঙ্গে আমার মিলনে সুখী হইলাম, এস একবার স্থিরনেত্রে সরলার প্রেমময় চক্ষু, ও সুরেনের স্নেহমাখা কথা শুনি।

রতি। (সহাস্যে) তবে আর বিলম্ব কি,শরসন্ধান কর, তোমার আর বিলম্বে কি কাজ ?

মদন। (সহাস্যে) অবশ্য! (শরসন্ধান ও চতুর্দ্দিকে কোকিলধ্বনী, ভ্রমরগুঞ্জন, বসন্তসূচক বায়ু ইত্যাদি)।

সুরেন্দ্র। সরলে! হঠাৎ এ হিমালয় প্রদেশে বসন্তর আবির্ভাব কোথা থেকে হল, কি আশ্চর্য্য।

সরলা। কি জানি নাথ, বুঝি নবীন উদাসীনের যোগবলে বসন্ত সসৈন্যে উপস্থিত হলেন? (শিখরে দর্শন করিয়া) নাথ দেখেছ শিখরে কি শোভা হয়েছে, বুঝি অনঙ্গদেব রতি সঙ্গে এখানে এসেছেন?

সুরে। তাই হবে প্রিয়ে, আহা কি মনোহর দৃশ্য দেখেছ?

(নেপথ্যে গীত)।

কুমুদ—খ্যাম্‌টা।

কি শোভায় উজলিছে সুখের মিলন।
নীল নভোকাশে যেন উদিল কিরণ॥
বিনোদের মালা গলে,
সমীরণে হেলে দুলে,
প্রসারিয়ে ভুজ গলে, রতির মদন।
রতি পতি পেলে আজি হৃদয় রতন॥

মদ। প্রিয়ে! স্বর্গে আমাদের মঙ্গলসূচক গীত হচ্ছে, স্বর্গে দেবরাজ ও শচীদেবী তোমায় দেখবার জন্যে উৎসুক হয়েছেন, তবে তোমার সঙ্গিনীদের ডাক, আর বিলম্ব কোর না—

রতি—(মদনের হস্ত ধরিয়া নাবিতে নাবিতে গীত)।

কাস্মারী—খ্যাম্‌টা।

আয় লো সুলক্ষণা, লজ্জা, সুশোভনা
নম্রকেশী, তোরা আয় লো আয়।
হেরলো নয়নে, জুড়াবে জীবনে,
বরণডালা করি আয় লো মাথায়॥
মুখেতে উলুধ্বনী দেলো সকলে,
সুরেন পেয়েছে হৃদয় মৃণালে,
আয়লো সুভগে প্রেম শৃঙ্খলে,
বাঁধিয়া দিব কুসুম মালায়॥

(বরণডালা, পুষ্প মালা, মঙ্গল ঝারি ও শঙ্খ ধ্বনী করিতে করিতে সুলক্ষণা, সুশোভনা, লজ্জাবতী, নম্রকেশীর প্রবেশ)।

সকলের বরণ, নৃত্য গীত।

সাহানা—খ্যাম্‌টা।

বরণ করি আয় প্রাণ সজনী।
যেমন চকোর সই চকোরিনী।
প্রিয়জন সুধা, পিয়ে যাবে লো ক্ষুধা
হাস পতি পাশে ওলো চাঁদবদনী।

রতি। ওলো সুলক্ষণা! ধান দূর্ব্ব লয়ে আয় না ভাই?

সুল। আমর্ মাগী বলে কি, এখানে আবার দূর্ব্ব কোথায়, একি তোমার নন্দনকানন যে মনে করলেই পাব, পাহাড়ে হিমে কি দূর্ব্ব গজায়?

সুশো। ও ভাই! আমি কি না এনেছি, আমি সব এনেছি এই নাও? (পুষ্পমাল্য দুর্ব্বা ধান থালে দেওন)।

লজ্জা। ও সখি! ধান দূর্ব্ব ত পরে, আগে রতিপতি আশীর্ব্বাদ করে যান।

রতি। নাথ! এস আশীর্ব্বাদ কর।

মদ। (অগ্রসর হয়ে) সুরেন! সরলে! এ দিকে এস তো মা! (উভয়ের হস্ত একত্রে করে) মা, তোমরা উভয়ে সুখী হও এই প্রার্থনা, আর যেন মনকষ্ট না হয়, চিরজীবী হও এই আশীর্ব্বাদ করি।

নম্র। আর যেন অমন করে কিন্নর কাননে অঙ্গুরী ফেলে ভয় দেখিওনা? সেটা বলে দিনু?

মদ। (সহাস্যে) তুমি মন্দ নও? তুমি বুঝি সুরেনের বিদ্রূপের পাত্রী?

নম্র। আমি সব্‌তেই আছি, আমি চিংড়ী মাছ, রূই কাত্‌লায়ও থাকি, আবার চুনা চানা-তেও থাকি! (হাস্য)।

রতি। মরণ তোমার, রঙ্গ নিয়েই আছেন।

স্থূল। তোমার মতন রঙ্গ আবার কে জানে, তুমি যার একটা ঘট্‌কালীই করে ফেল্‌লে ভাই, তোমার কাছে কি আমরা?

লজ্জা। (মদনকে) আপনি কিছু ঘটকালীর ভাগ পেলেন?

মদ। আমি আবার পাব কি ভাই, আজ কাল ঘট্‌কীদেরী সাড়ে পোনর আনা? (হাস্য)।

সুশো। তবু তো আপনার আদ আনা, তাইবা ছাড়বেন কেন।

স্থূল। এখন তো আমাদের সামনে আদ আনা দিন, তার পর ঘরে গিয়ে বাকি মিলিয়ে নেবেন, কি বলেন?

রতি। আ মোলো তোদের মুখ এত আল্‌গা হয়েছে, তাত জানতুম না।

স্থূল। তা জানবে কেন ভাই! আমরা তো

মুখোস মুখে দিয়ে বনদেবী সেজে বনে বনে বেড়াইনে, যে মুখ ঢাকা থাক্‌বে ?

মদ। ঠিক বলেছ ভাই! তবে আর বিলম্ব কেন চল যাওয়া যাক্, প্রিয়তমে এস আর বিলম্ব কি ?

রতি। নাথ! সরলাকে রেখে যেতে মন সর্‌ছে না, ওকে আমি কন্যার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে লয়ে বেড়িয়েছি তাই জন্যে (রোদন)।

মদ। প্রিয়ে! তার জন্যে চিন্তা কি, সরলার সুখে সুখী হয়ে যাচ্ছ।

লজ্জাবতী, নম্রকেশী, সুলক্ষণা, সুশোভনার গীত ও নৃত্য)।

রামকেলি—ভরতঙ্গা।

চল চল সবে মোরা স্বরগ ভবনে।
ত্বরা করি, নতুবা দেবরাজ রুষিবে মনে॥
দম্পতি যুগলে, থাক কুতূহলে,
প্রণয় শিকলে এ মিলনে ;—
যাই আমরা তবে নিজ ভবনে॥

রতি। সরলে! মা আশীর্ব্বাদ করি স্বামী লয়ে চিরজীবী হও! (উভয়ের প্রণাম)।

লজ্জা। সরলে! জন্ম এইস্ত্রী হয়ে সুখে থাক? (উভয়ের প্রণাম)।

নম্র। সরলে। আশার্ব্বাদ করি পতি সোহাগিনী হও। (ঐ)

স্থল। পুত্রবতী হয়ে সুখে থাক মা (ঐ)

সুশো। হাতের নোয়া ক্ষয় হোক, মা মনসুখে থাক। (ঐ)

রতি। তবে আসি মা। তোমরা সুখে থাকি এই প্রার্থনা।

(রতি, মদন ও দিগঙ্গনাগণ শঙ্খ ধ্বনী উলুধ্বনী করিয়া নৃত্য ও গীত করিতে করিতে প্রস্থান)।

সাহানা—যৎ।

কি শোভা হয়েছে আজি শিখর মিলন।
উদাসীনী পেলে পুনঃ হারান রতন॥
দুঃখ তম দূরে গেল
পুনঃ জোতি প্রকাশিল,
নয়নের তারা আর চাঁদের কিরণ॥
কেন হও দুঃখমতি,
হের লো সমান জ্যোতি,
প্রকাশিল সুখ ভাতি, সতীত্ব রতন॥ (প্রস্থান)।

সরল— (সরোদনে)।

"কোথায় রহিলে মাগো সম্পর্ক ছাড়িয়া।
যায় গো যায় গো পুনঃ সরলা মরিয়া।"

(পটক্ষেপণ ও যবনিকা পতন)।